হেপাটাইটিস বি

হেপাটাইটিস বি কিভাবে ছড়ায়?

- ১৯৬৫ সালে একজন অস্ট্রেলিয়ান আদিবাসীর রক্তে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস আবিস্কৃত হয়।
- বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ৩৫ কোটি লোক হেপাটাইটিস বি ভাইরাসে আক্রান্ত, যাদের প্রায় ১ কোটি বাস করেন বাংলাদেশে।
- রক্ত আর স্ত্রী সহবাসের মাধ্যমে এ ভাইরাসটি ছড়ায়।
- হেপাটাইটিস বি ভাইরাস আক্রান্ত মায়ের সন্তানের জন্মের পরপর আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ৯০ ভাগ, তবে মায়ের দুধের মাধ্যমে হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ছড়ায় না।
- সামাজিক মেলামেশা যেমন হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি এবং রোগীর ব্যবহার্য সামগ্রী যেমন গ্লাস, চশমা, তোয়ালে, জামা-কাপড় ইত্যাদির মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায় না।

HBsAg মানে কি?

- হেপাটাইটিস বি ভাইরাসে আক্রান্ত প্রায় ৭০ ভাগ রোগীর জন্ডিসে আক্রান্ত হওয়ার কোন ইতিহাস থাকে না।
- শতকরা ১০ ভাগ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যাক্তি আর প্রায় ৯০ ভাগ শিশু যারা এ ভাইরাসে আক্রান্ত হন, তাদের লিভারে স্থায়ী ইনফেকশন দেখা দেয়। একে আমরা বলে থাকি ক্রনিক হেপাটাইটিস বি।
- এসব ব্যাক্তিরাই HBsAg পজিটিভ হিসেবে পরিচিত।
- এ ধরনের রোগীদের প্রায়ই কোন লক্ষণ থাকে না।
- কখনো কখনো পেটের ডান পাশে উপরের দিকে ব্যথা, দুর্বলতা কিংবা ক্ষুধামন্দার কথা বলে থাকেন।

হেপাটাইটিস বি হলে কি হয়?

- ক্রনিক হেপাটাইটিস বি এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় আরো অনেক দেশের মতোই বাংলাদেশেও লিভার সিরোসিস ও লিভার ক্যান্সারের প্রধান কারন।
- হেপাটাইটিস বি অনেকাংশেই নিরাময়যোগ্য একটি রোগ হলেও, এডভান্সড লিভার সিরোসিস অথবা লিভার ক্যান্সারে আক্রন্ত না হওয়া পর্যন্ত রোগীরা প্রায়ই কোন শারীরিক অসুবিধা অনুভব করেন না।

হেপাটাইটিস বি প্রতিরোধ

- ভ্যাকসিনেশন হেপাটাইটিস বি প্রতিরোধে কার্যকর।
- হেপাটাইটিস বি ভাইরাসে আক্রান্ত মায়ের সন্তান, হেপাটাইটিস বি রোগীর স্বামী বা স্ত্রী, স্বাস্থ্য কর্মী এবং থেলাসেমিয়া ও অন্যান্য হেমোলাইটিক এনিমিয়ার রোগীদের জন্য হেপাটাইটিস বি -এর ভ্যাকসিন নেয়া অত্যন্ত জরুরী।

হেপাটাইটিস বি-এর চিকিৎসা

- হেপাটাইটিস বি আজ আর কোন দুরারোগ্য ব্যাধি নয়।
- পৃথীবিতে আজ এই ভাইরাসটির বিরুদ্ধে কার্যকর অনেক ঔষধ রয়েছে যার সবগুলোই বাংলাদেশেও সহজলভ্য।
- ইন্টারফেরন, ল্যামিভুডিন, এডেফোভির, টেলবিভুডিন, এন্টেকাভির ও টেনোফোভির।
- চিকিৎসায় প্রত্যাশিত ফলাফল প্রাপ্তি নির্ভর করে সঠিক সময়ে সঠিক ঔষধ প্রয়োগের উপর।
- হেপাটাইটিস বি আক্রান্ত কোন রোগীকে হেপাটাইটিস বি -এর যে কোন ঔষধ দিয়ে দিলেই কাজ হয়ে যাবে এমনটা প্রত্যাশা করা উচিত নয়।
- এজন্য অনেক সময় লিভার বায়োপসি করেও সিদ্ধান্ত নিতে হয়।
- ঔষধ নির্বাচনে কিংবা প্রয়োগে এতটুকু হের-ফের হলেও তাতে ভাইরাল রেজিস্টেন্স তৈরীর পাশাপাশি রোগীর লিভারে বড় ক্ষতির আশংকা থাকে।

প্রচারে ঃ

লিভার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার, বাড়ী নং- ৮/এ, রোড নং-১৪ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
(সোবহানবাগ মসজিদের পশ্চিমে)
ফোরম ফর দি স্টাডি অব দি লিভার, রুম নং-৬ (দ্বিতীয় তলা), বনানী সুপার মার্কেট
কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩
মোবাইলঃ ০১৯৭০৮০৮০২৯, ই-মেইলঃ <fsliver.bd@gmail.com>
ওয়েব সাইটঃ www.liverforumbd.org